ক্যারাটে প্রশিক্ষণ ছাত্রীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর: শুরুটা হয়েছিল এক বছর আগে। সেই সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে এ বছর থেকে পুরো দমে দফায় দফায় নবম শ্রেণির ছাত্রীদের ক্যারাটের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (আরএমএসএ)।

রুটিন শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রীদের আত্মরক্ষার পাঠ দেওয়াই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে তাঁদের জীবনশৈলির পাঠও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বয়ঃসন্ধির অজ্ঞতা কাটানোর জন্যই জীবনশৈলি শিক্ষার সিদ্ধান্ত।

জানুয়ারি মাসে জেলার ১৬০টি স্কুলে শুরু হবে তিন মাসের এই প্রশিক্ষণ। প্রতিটি স্কুলে নবম শ্রেণির ৬০ জন ছাত্রীকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ক্যারাটে প্রশিক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান থেকে এক জন করে ক্যারাটে প্রশিক্ষক পাঠানো হবে। শারীরশিক্ষা এবং জীবনশৈলির শিক্ষা দেবেন স্কুলেরই শিক্ষিকারা। গত চার দিন ধরে নদিয়া জেলা পরিষদে ১৬০টি স্কুলের শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের জেলার প্রকল্প আধিকারিক সচ্চিদানন্দ বন্দোপাধ্যায় জানান, জেলায় ৩৮৮টি স্কুল রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের আওতায় রয়েছে। তার মধ্যে গত বছর পাইলট প্রকল্পে জেলার ৬০টি স্কুলের মেয়েদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এ বারে আরও ১৬০টি স্কুলকে প্রকল্পের আওতায় আনা হল। তিন মাসের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকদের খরচ হিসেবে স্কুল পিছু ৯ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

পৃষ্ঠা - ১৩

আনন্দবাজার পত্রিকা — ১১ই ফেব্রুয়ারি 2016

আনন্দবাজার পত্রিকা
৩ ডিসেম্বর ২০১৬

স্বনির্ভর গোষ্ঠী নয়, মঞ্জুষা দেবে স্কুলের পোশাক

সুস্মিত হালদার ● কৃষ্ণনগর

প্রাথমিক স্কুলের পোশাকে রং ও মানের সামঞ্জস্য আনতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বদলে রাজ্য সরকারি সংস্থা 'মঞ্জুষা'কে দায়িত্ব দিচ্ছে নদিয়া জেলা প্রশাসন। এতে মানের উন্নতিও হবে বলে কর্তারা মনে করছেন। শুধু তা-ই নয়, কোনও বাড়তি টাকা ছাড়াই প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পোশাক তৈরি করার অনুরোধও জানানো হয়েছে সংস্থাটিকে। তবে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ভাল কাজ করেছে তাদের ফের বরাত দেওয়া হবে।

জেলায় ২৬২৪টি প্রাথমিক স্কুলে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার পড়ুয়া রয়েছে। তাদের পোশাক তৈরি করার জন্য সর্বশিক্ষা মিশন থেকে চারশো টাকা করে দেওয়া হয়। গত বছরই প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, একই মান ও রঙের পোশাক দেওয়া হবে। দু'জোড়া জামা-প্যান্ট, বেল্ট ও টাই। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কাদের বরাত দেওয়া হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাজ ভাল হয়নি। রং আর গুণমানে তারতম্য হয়েছে।

> বেশির ভাগ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিকাঠামো নেই। পর্যাপ্ত দর্জি নেই। তারা অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করিয়েছে। মান কমেছে।
>
> রমাপ্রসাদ রায়
> নদিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি

জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি রমাপ্রসাদ রায়ের মতে, "স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিকাঠামো নেই। পর্যাপ্ত দর্জি নেই। তারা অন্য কোনও সংস্থা বা ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছিল। দুই তরফই নিজের লাভ রেখেছে। তাতে পোশাকের পিছনে খরচ কমে গিয়েছে। ফলে মানও কমেছে। মঞ্জুষা কাজ করলে সেই সমস্যা হবে না।"

ঘটনাচক্রে, শান্তিপুরের পুরপ্রধান তথা প্রাক্তন বিধায়ক, তৃণমূলের অজয় দে মঞ্জুষার চেয়ারম্যান। তিনি পোশাক তৈরির প্রস্তাবে রাজি। এর আগে একাধিক জেলায় স্কুলের বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ, যেমন বীরভূমে মিড-ডে মিলের রান্নার উপকরণ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২৫টি ব্লকে স্কুলে অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার সরবরাহ করে ঘুরে করেছে লোকসানে ধুঁকতে থাকা মঞ্জুষা। সংস্থাকে লাভের মুখ দেখাতে নানা পদক্ষেপ করা হচ্ছে জানিয়ে অজয়বাবু বলেন, "পড়ুয়াদের পোশাক তৈরি করা কিন্তু নিছকই একটা ব্যবসা নয়। সামাজিক দায়ও বটে। আমাদের গরিব কারিগরেরাও তো কাজ পাবেন!"

রমাপ্রসাদবাবু জানান, নানা স্কুলে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা প্রতিটি শ্রেণির জন্য একটা মাপ নির্দিষ্ট করেছেন। মঞ্জুষার প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে স্কুলে-স্কুলে গিয়ে সেই মাপ নিয়েও এসেছেন। সেই সঙ্গে একই খরচে প্রাক-প্রাথমিকের ছাত্রছাত্রীদের পোশাক তৈরির অনুরোধও মঞ্জুষাকে জানিয়েছেন তাঁরা। রমাপ্রসাদবাবু বলেন, "প্রাক-প্রাথমিক বিভাগের পোশাকের জন্য কোনও টাকা দেওয়া হয় না। বড়রা পোশাক পড়ে আসে আর কচি মুখগুলো তাকিয়ে থাকে। খুব খারাপ লাগে।।"

তবে মঞ্জুষাকে কাজ দেওয়ার এই সিদ্ধান্তে হতাশ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। সরকার যখন বিভিন্ন প্রকল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে যুক্ত করা চেষ্টা করছে, এই সিদ্ধান্ত নীতির পরিপন্থী বলে তারা মনে করছে। ধর্মদা মৈত্রী ক্লাস্টারের কোষাধ্যক্ষ সখী বিশ্বাস যেমন বলেন, "অনেকের হয়তো পরিকাঠামো নেই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক সঙ্গে কয়েক হাজার পোশাক তৈরির মতো যথেষ্ট সংখ্যক দর্জি পাওয়া যায় না। ফলে বাধ্য হয়েই অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে হয়েছে। কিন্তু কাজ হারালে আমাদের খুব ক্ষতি হবে।"

জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত অবশ্য বলেন, "গত বার বেশির ভাগ গোষ্ঠী নির্দিষ্ট সময়ে পোশাক দিতে পারেনি। বেশির ভাগেরই এত বিরাট সংখ্যক পোশাক বানানোর ক্ষমতা নেই। তবে সবটাই যে মঞ্জুষা করবে, তা নয়। গত বার যে সব গোষ্ঠী বা ক্লাস্টার ভাল কাজ করেছে, তাদেরও দায়িত্ব দেওয়া হবে।"

কৃষ্ণনগরের পি ডব্লু ডি মোড়ে 'পথের সাথী'। ছবি: অমিতকুমার ঘোষ

জাতীয় সড়ক ঘেঁষে ৪টি মোটেল নদীয়ায়

আজকালের প্রতিবেদন: কৃষ্ণনগর, ১০ ডিসেম্বর— পর্যটক-সহ জাতীয় সড়কে চলাচলকারী মানুষের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার নদীয়ায় চারটি মোটেল চালু করেছে। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'পথের সাথী'। এইসব মোটেলে থাকা-খাওয়ার মতো সুবিধা ছাড়াও আছে গাড়ি রাখার সুবন্দোবস্ত। ইতিমধ্যেই চারটি মোটেল চালু হয়ে গেছে। আরও একটি খুব শিগগিরই চালু করা হবে। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাপতি বাণীকুমার রায় জানিয়েছেন, 'পথের সাথী' নামে আপাতত চারটি মোটেল চালু করা হয়েছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। আরও একটি চালু করা হবে হরিণঘাটায়। তবে সেটি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে নয়, হরিণঘাটা ফার্মের ভেতরে। পর্যটক ও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এই ধরনের মোটেল চালু করা হয়েছে। যে চারটি সদ্য চালু হয়েছে সেগুলি হল— কৃষ্ণনগরে পি ডব্লু ডি মোড়ে, শান্তিপুরে পাওয়ার হাউসের পাশে, রানাঘাটের ঘাটিগাছায় এবং কালীগঞ্জের দেবগ্রামে। এগুলি সবই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে অথবা কাছে। এগুলি পূর্ত বিভাগের অধীনে থাকলেও জেলাশাসকের ঠিক করা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা চালাচ্ছেন এগুলি। মানুষ জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াতের পথে এগুলিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে, খাওয়া-দাওয়া সারতে পারবেন। এমনকী থাকার ঘরও আছে। আছে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার। প্রতিবন্ধীদের উপযোগী আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। নদীয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) শেখর সেন জানিয়েছেন, এগুলি পর্যটকদের জন্য খুবই উপযোগী হবে। পাশাপাশি জাতীয় সড়ক দিয়ে বিভিন্ন কাজে যাতায়াতকারী মানুষজনও এখানে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পাবেন। কৃষ্ণনগরে পি ডব্লু ডি মোড়ে যে 'পথের সাথী' মোটেল চালু করা হয়েছে সেটি চালাচ্ছেন রুইপুকুর এলাকার উদীয়মান সূর্য ক্লাস্টার কমিটি। এই কমিটির সম্পাদিকা রেখা বিশ্বাসের নেতৃত্বে একদল মহিলা এটি চালাচ্ছেন। এই সংগঠনের অন্যতম সদস্যা পূর্ণিমা সরকার জানালেন, এর দ্বিতলে থাকার জন্য তিনটি শৌচাগারযুক্ত ঘর আছে। ঘরগুলি বড় হওয়ায় ও উপযুক্ত শয্যার ব্যবস্থা থাকায় ছোট পরিবারও তাতে থাকতে পারবে। খাবার জন্য সবজি, ভাত, মাছ, মাংস, ডিম, তরকা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।

পৃষ্ঠা-৩

আজকাল ১১ই ডিসেম্বর ২০১৫

PNB opens first women-exclusive branch

Biswabrata Goswami

KRISHNAGAR, 10 DEC: To encourage women to avail financial services and benefits provided by the government, Punjab National Bank opened its first women-exclusive branch with cradles and playing zone for children inside the air conditioned premise in West Bengal at Kalyani in Nadia today. The branch will have all-women staff and will cater to only women customers and bankers in a first-of-its-kind exercise by any leading national bank.

Inaugurating the branch, Executive Director, Punjab National Bank, Mr Shanjiv Sharan, said, "This is our first initiative in West Bengal. Since a lot of attention is being given towards women empowerment and women are being given equal opportunity and share in all government and state-run schemes, banking too has to be made women-friendly. And so, we hope that this women-only branch in the state will be a step in the direction."

He was joined by Mr Dhaneswar Sahoo, GM, Zonal Manager, PNB, Mr Om Prasad, deputy general Manager and Mr Sushil Talukdar, chairman of Kalyani municipality.

Heading the branch, Ms Uma Saha, the branch manager, said the branch would have a strong staff of women employees only and would provide ATM and lockers as well for the customers. The bank would provide reduced interest rates and waive processing charges for its customers.

"It's an effort to make banking safe for women. Most of the times, women are hesitant to open their independent accounts or know about the latest banking schemes and facilities just because of the prevalent belief that men are to 'take care of' such things.

"We will aim to encourage women to open accounts, avail themselves of benefit of government schemes and also educate them on how to manage their money well."

The inaugural day saw a considerable number of accounts being opened as seemingly satisfied women customers too gave thumbs up to the exclusive branch.

"It's a good thing and it will encourage women to come out of their comfort zone and involve themselves in the process of banking," said Ramita, who opened a savings account.

Ms Uma is confident that the branch will be an example for others to follow. "We did our ground work before opening the branch and I interacted with local women regarding their banking preferences. I was surprised to know that most women still do not manage their money well and are dependent on the men in the family to do so. Further, I was advised by some people that eventually we will have to open our branch for men customers as well to survive. This is the kind of negative attitude we want to change with our effort."

The branch will provide hot milk from vending machine for children at free of cost and a staff will look after the babies when their mothers will go to the counters.

The cradle zone is isolated from Toy zone. These are marked as baby care areas. While the infants will be kept in cradles, the walking children will be placed in Toy zones.

Page - 03

The Statesman 11/12 December 2016

Punjab National Bank opens all-women branch in Nadia

Halim Mondal
letters@hindustantimes.com

KALYANI: Punjab National Bank opened an all-women branch in Kalyani on Friday.

The bank has made a provison for cradles and playing zones for the children inside the air-conditioned room. Sanjiv Sharan, executive director, PNB, claimed that it is the only one-of-its-kind branch of Punjab National Bank in the state.

This branch will function under Burdwan circle which has been providing services to 13 districts in West Bengal and Sikkim, Om Prasad, the Circle Head, Burdwan Circle said. While the branch is run by female staff, only females will be allowed to open accounts here.

In case a woman wants to open a joint account with a male person, the first name must be of the woman, branch head Uma Saha said. Rupak Bhattacharjee, the district coordinator of Nadia and Hooghly unit of PNB, said, "There are 89 branches under the circle. The provision of free hot milk from vending machine for children will also be there in the female branch and a female staff will look after the babies when their mothers will go to the counters," Sanjiv Sharan said.

The cradle zone of the bank. HALIM MONDAL

This is a step to show respect the women empowerment program, he added. Uma Saha, the branch head, said, "The women customers will feel free to come and interact with the staff of the branch as all of them will be the females." The Cradle zone is isolated from Toy zone. These are marked as baby care areas.

Page - 03

Hindustan times 12th December 2016